দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ 04 MAY 2018
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ...

এমসিকিউ বাতিলের ইঙ্গিত শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক • পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ভর্তিসহ পুরো প্রক্রিয়া সংস্কারের প্রয়োজন বলে মনে করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রশ্নফাঁসের নেপথ্যের কারণ জিপিএ-৫ পাওয়ার উদগ্রীবই ফাঁস প্রশ্নের দিকে ধাবিত করে শিক্ষার্থীদের। পাবলিক পরীক্ষাসংক্রান্ত জাতীয় আইনশৃঙ্খলা ও মনিটরিং কমিটি এমন মত দিয়েছেন।

তাদের মতে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির জন্য জিপিএ-৫ থাকা বাধ্যবাধকতায় মনস্তাত্ত্বিক চাপে থাকে শিক্ষার্থীরা। পরীক্ষার জন্য কেন্দ্র নির্বাচন, পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা সংস্কারের সুপারিশ করেছে কমিটি।

গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণারয়ের কমিটির এক সভায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, গত এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসে প্রায় ৫ হাজার শিক্ষার্থী সুবিধা পেতে পারে। এর জন্য ২০ লাখ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করে ফের পরীক্ষা নেওয়া দুরূহ এবং অযৌক্তিক। তদন্ত

কমিটির তথ্যমতে, হয়তো ১২টি বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক অংশের 'খ' সেটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ মিলেছে। তবে মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের কোনো প্রশ্নই ফাঁস হয়নি। যথারীতি সবার ফলই প্রকাশ করা হবে। পাবলিক পরীক্ষায় এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৪

এমসিকিউ বাতিলের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) আগামীতে এমসিকিউ থাকবে কিনা– এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত হলে যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। মন্ত্রী জানান, বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার কোথায় কোথায় পরিবর্তন আনা দরকার, তা ধীরে ধীরে করছে মন্ত্রণালয়। এক সঙ্গে সব বিষয়ে আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয় বলে জানান তিনি। চলমান এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসহীন সুষ্ঠু পরিবেশে অনুষ্ঠানের জন্য পরীক্ষাসংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এই ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী।

সভায় কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের প্রতিমন্ত্রী কাজী কেরামত আলী প্রশ্নফাঁসের কারণে আগামীতে এমসিকিউ পুরোপুরি তুলে দেওয়ার দাবি জানান শিক্ষামন্ত্রীর কাছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে দুর্নীতির জন্য আগামীতে রাজনৈতিক চাপে কেন্দ্র নির্বাচন না করতে সবার সহযোগিতাও চান প্রতিমন্ত্রী।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. হোসরাব হোসাইন বলেন, জিপিএ-৫ গ্রেড প্রদান এবং এমসিকিউ পদ্ধতি নিয়ে তার ব্যক্তিগত আপত্তি রয়েছে। কারণ এর যথাযথ মূল্যায়ন আমাদের বিদ্যমান পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় প্রতিফলন ঘটেনি। জিপিএ-৫ প্রাপ্তির জন্য শিক্ষার্থীরা একধরনের মানসিক চাপ অনুভব করে। তারা ধাবিত হয় কীভাবে এই গ্রেড নিশ্চিত করা যাবে। এর সঙ্গে তার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়া জড়িত। এমসিকিউ বিষয়টিও সংস্কার আনা দরকার। এ ছাড়া পরীক্ষাপদ্ধতি নিয়ে ভাবছি।

এ ছাড়া সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এক প্রতিনিধি জানান, পরীক্ষার সময় বাড়তি দায়িত্ব দিতে জনবল সংকটে পড়েন। ভেন্যুকেন্দ্র বাতিলের সুপারিশ তাদের। একই ভাবে পুলিশ প্রশাসন থেকেও সুপারিশ করা হয়, মন্ত্রণালয় যে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তা যেন অনেক আগ থেকেই পুলিশ প্রশসনকে অবহিত করা হয়। এতে তারা আগ থেকে প্রস্তুতি নিতে এবং মাঠপর্যায়ে তা বস্তাবায়নে সুবিধা হবে। যত্রতত্র কেন্দ্র না দেওয়ার সুপারিশ গোয়েন্দা সংস্থার। বিভিন্ন কেন্দ্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির অযাচিত হস্তক্ষেপে দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে মনিটরিংয়ে সংশ্লিষ্টদের থেকে।

উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারিতে এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব মো. আলমগীরের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটি প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী। আগামী ৬ মে এ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে বলে ইতোমধ্যে সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।